গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

বিষয়ঃ **'Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes (ICBA-AR)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি)'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি: জনাব ইসতিয়াক আহমদ, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ: ১৮ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়: বিকাল ০২:০০ ঘটিকা ।
স্থান: সভাকক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-'ক'।

১.০। **উপস্থাপনাঃ** সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত: জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) ও ICBA-AR প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল করিম প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে সভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বিপদাপন্ন উপকূলীয় ৫ টি জেলায় জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes (ICBA-AR) প্রকল্পটি সরকারের ৭ টি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত প্রকল্প। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্পটির আর্থিক সহায়তা করছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ মূল কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

২.০. **আলোচনা ঃ**

২.১। আলোচনার শুরুতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক জানান যে, প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভশীল স্থানীয় মানুষের বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য বনজ- ফলজ-মৎস্য (FFF) মডেল এই প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম। কিন্তু এই মডেলের জন্য বর্তমান প্রকল্পে বরাদ্দকৃত বাজেট পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি প্রকল্পের তুলনায় কম হওয়ায় বন অধিদপ্তর অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বরাবরে বাজেট বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এর নির্দেশক্রমে বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গত ৩ জুন ২০১৭ তারিখে বন অধিদপ্তর অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি সভা বন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন পর্যালোচনা শেষে প্রতীয়মান হয় যে, এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন যে, পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্পে FFF মডেল প্রস্তুতের জন্য প্রতি ১ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ফিজিক্যাল প্রটেকশনসহ ১.৮০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে তা ১.১০ টাকা হিসাবে নির্ধারিত আছে। তাছাড়া আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে মডেলের ডিজাইনে পরিবর্তনের ফলে মাটির পরিমাণ পূর্বের প্রকল্পের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হলেও বাজেটে তার কোন প্রতিফলন হয়নি। সেই জন্য FFF মডেল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হলে বাজেট বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প হিসাবে তাদের মতামত জানতে চাইলে প্রকল্পের বন অধিদপ্তর অংগের প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায় উল্লেখ করেন যে, সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রকল্প প্রণয়নকালে থ্রিএফ মডেলের ডিজাইনে উন্নয়ন করা হয়েছে। যার ফলে এ প্রকল্পে থ্রিএফ মডেল প্রস্তুতকালে প্রতি হেক্টরে পূর্বের তুলনায় প্রায় ৯৩,৪৩৫ ঘন ফুট মাটি বেশি কাটতে হবে। ফলে বর্তমান বাজারের শ্রম মূল্যের বিবেচনায় ১.১০ টাকা দরে এ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। তিনি আরো বলেন যে, বিষয়টি নিয়ে গত ১২ জুন ২০১৭ তারিখে প্রজেক্ট বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভায় প্রতি ১ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ২.০০ টাকা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান যে, থ্রিএফ মডেল বাস্তাবায়নে অতিরিক্ত কত টাকা প্রয়োজন এবং তা প্রকল্পের অন্য কোন খাত থেকে সংস্থান করা যাবে কীনা। প্রকল্প ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন যে, মডেলের ডিজাইনে পরিবর্তন এনে দৈর্ঘ্য কমালেও অতিরিক্ত বর্তমান বাজেটের সমপরিমান অর্থ প্রয়োজন হবে। তিনি বলেন সিপিপি স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পে যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ রয়েছে যা থেকে প্রায় ১ কোটি টাকার সংস্থান করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, ঐ খাতে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়নকালে এ বাজেট নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যেহেতু প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন কেবলমাত্র শুরু হয়েছে, তাই ঠিক এ মুহূর্তেই আন্তঃখাত সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করা উচিত হবে না। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান বলেন যে, যেহেতু প্রকল্পটি কমিউনিটিকেন্দ্রিক এবং FFF মডেল বাস্তবায়নের ফলে তারা উপকৃত হবে, কাজেই তাদের স্বেচ্ছাশ্রমের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং এ কার্যক্রমের উপরে কমিউনিটি ওনারশিপ্ সৃষ্টি হবে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সম্প্রতি মাঠ পরিদর্শনের সময় নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় এ ব্যাপারে উপকারভোগীদের যথেষ্ট